যুগান্তর

তারিখ ... 29 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2

আড়াই বছরে মাধ্যমিক স্তর থেকে ঝরে পড়েছে পৌনে ১০ লাখ শিক্ষার্থী

মুশতাক আহমদ

মাত্র আড়াই বছরের ব্যবধানে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মূল স্রোতধারা থেকে ঝরে পড়ল প্রায় পৌনে ১০ লাখ শিক্ষার্থী। নবম থেকে দশম শ্রেণীতে অনুত্তীর্ণ, চূড়ান্ত পরীক্ষায় (এসএসসি) অংশ নেয়ার জন্য দশম শ্রেণীর চূড়ান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় (টেস্ট পরীক্ষা) অকৃতকার্য হওয়া, নিবন্ধনের সময়, চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ না নেয়া এবং সর্বশেষে গত ২৬ মে চূড়ান্ত ফলাফলে অকৃতকার্যরা মিলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ৯ লাখ ৭২ হাজার ৪৪৬ জন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দেয়া তথ্যানুসারে দেখা যায়, নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত হওয়ার পর নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রবেশপত্র হাতে পেয়েও সাধারণ ৮টি শিক্ষা বোর্ডে এসএসসিতে ১৯ হাজার ৮৯০ জন, মাদ্রাসা বোর্ডে ৬ হাজার ৮৯৬ জন এবং কারিগরি বোর্ডে ৩৮৭৭ জন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষার অনুপস্থিত ছিল।

শিক্ষা বোর্ডের পরিসংখ্যান কেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত হয়েছিল ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৬৩৪ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্য থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এসএসসি, দাখিল এবং এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য চূড়ান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফরম পূরণ করেছে ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৩২৪ জন। অর্থাৎ মাত্র ২ বছরের ব্যবধানে ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৩১০ জন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ড্রপআউট হয়েছে। আর চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেয়ার পর ধাপে ধাপে আরও ৩০ হাজার ৫৬৩ জন ঝরে পড়েছে। অর্থাৎ এরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।

গত ২৬ মে পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় দেখা গেছে, আরও ৩ লাখ ৮ হাজার ১৩৬ জন ফেল করেছে। এ সংখ্যা বিগত বছরের চেয়ে বেশি। বিগত বছর ফেল করেছিল ২ লাখ ৮০ হাজার ৬ জন।

এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বোর্ড চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ৯টি কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে— নবম থেকে দশম শ্রেণীতে অনুত্তীর্ণ, দশম শ্রেণীতে চূড়ান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্যবিবাহে বাধ্য করা, ছেলে শিক্ষার্থীদের চাকরির খোঁজে দেশের বাইরে গমন, কম মেধাবীদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কারিগরি শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়া, উপবৃত্তির লোভে মেধাহীনদেরও উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি করানো ইত্যাদি।

২০০৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সাধারণ ৮টি বোর্ডসহ দুটি বিশেষায়িত বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে মোট ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৭৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে পাস করেছে ৭ লাখ ৫০ হাজার ৫৩৮ জন।

মাধ্যমিক স্তরের এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন খোদ শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, ড্রপআউট মোকাবেলাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রাথমিকসহ সব স্তরেই ড্রপআউট শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এটি রাতারাতি সম্ভব নয়।

এদিকে বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানরা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের এ ঝরে পড়াকে সরাসরি মেনে নিতে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করেছেন। আন্তঃবোর্ড সমন্বয়কারী ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক বলেন, সামাজিক বাস্তবতায় কিছু শিক্ষার্থী ঝরে পড়লেও এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর সবাই শিক্ষার মূল স্রোতধারার বাইরে যাবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা ড্রপআউটকে উদ্বেগজনক আখ্যায়িত করেন।